Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ের পথে ওস্তাদ ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে খাদিজা

রোলঃ ২১৫০০৩৪৮

০৪ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ের পথে ওস্তাদ ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে খাদিজা

রোলঃ ২১৫০০৩৪৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ের পথে ওস্তাদ ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে খাদিজা, আইডিঃ ২১৫০০৩৪৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা শরাফত করিম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ের পথে ওস্তাদ ও শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা শরাফত করিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Umme Khadiza

(স্বাক্ষর)

উম্মে খাদিজা

আইডিঃ ২১৫০০৩৪৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

০৪ নভেম্বর,২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৫
টপিক ১ শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা	৭
টপিক ২ ছাত্র সমাজের অবক্ষয় রোধে ওস্তাদের করণীয়	৯
টপিক ৩ ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ে শিক্ষাঙ্গনের প্রভাব	১১
টপিক ৪ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন	১৩
উপসংহার	১৪

ভুমিকা

ইসলাম ধর্মের আগমনে মানুষের জন্য জাগতিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত হয়েছে। ইসলামের তথা, আল কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত বাণীটিই হচ্ছে- اقرأ অর্থাৎ, পড়ুন। এখান থেকে অনুধাবন করা যায়, ইসলাম কিভাবে বিশ্বমানবতার জন্য জ্ঞানের দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান হতে পারে না। হে নবী আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি (কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়াতের বিধান) জানে আর যে জানে না, তারা কি উভয়ে সমান হতে পারে? তার মানে কখনই সমান হতে পারে না। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে বিশেষ সন্মান বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কারীমা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, ঈমান্দার ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদেরকে ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ সন্মানে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের মস্তকে মর্যাদার বিশেষ মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়লা স্বয়ং এ কথার উপর স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর স্বাক্ষ্যের পাশাপাশি একথার স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন ফেরেশ্তামন্ডলী ও ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা তার সত্তার একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। প্রথমে তিনি নিজে, দ্বিতিয় পর্যায়ে ফেরেশ্তামন্ডলী ও তৃতীয় পর্যায়ে ওলামায়ে কিরামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, মর্যাদার দিক থেকে (নাবী-রাসূল ব্যতিত) ফেরেশ্তাকুলের পরেই ওলামায়ে কেরামের অবস্থান। অতএব এ কথা বলা যায় যে, সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ওস্তাদের নিকট যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। একজন ছাত্রের জীবন ব্যবস্থা কি রকম হবে তার দিকনির্দেশনা সে

তার ওস্তাদের নিকট থেকেই পাবে। ওস্তাদ তার ভুলগুলো শুধরে দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখবেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

‘وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ‘-(العنكبوت- ৪৩)’;

একমাত্র আলেমগণই ভাল-মন্দ ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।' (মুজাদালাহ ৫৮/১১)। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে অত্র হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু উমামা আল-বাহিলি (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হলো। যাদের একজন আলিম অপরজন আবিদ। তখন তিনি বলেন, আলিমের মর্যাদা আবিদের ওপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের ওপর। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামন্ডলী, আসমান-জমিনের অধিবাসী, পিপীলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দোয়া করেন। (তিরমিজি হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকরীর ওপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এ ছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসী আল্লাহর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দোয়া করে)। (আবুদাউদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; সহিহুল জামে' হা/৬২৯৭, সনদ সহিহ)।

মানুষ পৃথিবীতে আসে অজ্ঞ/মূর্খ হয়ে। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, যা সে জানত না (সূরা আলাক ৯৬/৫)। শিক্ষা অর্জনের ফলে ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ যার মঙ্গল চান এবং যার দ্বারা হকের বাস্তবায়ন সম্ভব তাকেই মহামূল্যবান জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু জ্ঞানের মালিক আল্লাহ, তাই এই জ্ঞান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। সূরা বাকারাহ ২/২৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

'يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ'

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে।

আল্লাহর নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব । হাদিসের ভাষায় রাসূল (সা:) প্রতি ফজর সালাতের পর প্রার্থনা করতেন এই বলে যে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রুজি প্রার্থনা করছি' (আহমাদ ইবনে মাজাহ, তাবারানি, মিশকাত হা/২৪৯৮)। সুতরাং আমাদের সকলেরই একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ।

ছাত্র সমাজের অবক্ষয় রোধে ওস্তাদের করণীয়

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বহির্বিশ্বের অমুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারা বিদ্যমান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে যারা পড়াশোনা করেন তাদের অধিকাংশই সঠিক ইসলামের জ্ঞান নেই। অনেকেই পারিবারিকভাবে ও বহির্বিশ্বের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। অনেকেই ব্যক্তি জীবনে হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকেন। সঠিক জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অনেক ছাত্রের জীবন। দুনিয়াবী ধন-সম্পত্তি সম্মানের আশায় অনেকেই ভুল পথে পা বাড়ান। এর ফলে তাদের ব্যক্তিজীবনে অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। সুদ, ঘুষ, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা নানা রকম অনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাদের এই অবক্ষয় রোধে আমাদের শিক্ষকগণ তথা ওস্তাদগণ যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রতিটি শিক্ষকের দায়িত্ব তার অধীনস্থ শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। তাদেরকে ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া। আলিমগণ দ্বীন প্রচারে অবহেলা করলে কিংবা বিরত থাকলে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদিসে এসেছে, ওসামা ইবনু যায়েদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামিরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভালো কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম। (সহিহুল বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯)। তাই একজন ওস্তাদের উচিত আগে নিজের জীবনে তার অর্জিত

ইলম অনুযায়ী আমল করা। তারপর সে অনুযায়ী তার অধীনস্থ ছাত্রদের জ্ঞান প্রদান করা। যেহেতু আমলবিহীন ইলম কিয়ামতের দিন বড় শাস্তির কারণ হবে।

গোটা বিশ্ব আজ অশান্তিতে ভরপুর। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হলো প্রকৃত ইলম অর্জন তথা সুশিক্ষা। কেননা সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে শান্তি আসবে, তেমনি আখেরাতের পাথেয় অর্জনের পথ সুগম হবে। মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করে শিক্ষা দিলে তা কবরে পৌঁছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

‘যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। এই তিনটি আমল হলো, প্রবহমান ছাদাকা, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম হা/১৬৩১)।

ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ে শিক্ষাঙ্গনের প্রভাব

বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তা আধুনিক শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষার একটি শংকর রূপমাত্র। এতে কোন সমন্বয় বা মিল নেই। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ও সামঞ্জস্যহীন শিক্ষা উপাদানকে সংশ্লেষণহীনভাবে হুবহু একসাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কোন একটি কালচারের সৃষ্টি ও লালনের মত শক্তিশালী করে এ দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে কোন সংশ্লেষ তৈরি করা হয় নি। একই স্থানে একই সাথে জুড়ে দেওয়া সত্ত্বেও দুটি উপাদান যে শুধু পৃথক পৃথক রয়ে গিয়েছে তাই নয় বরং একটি আরেকটির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বমুখর হয়ে শিক্ষার্থীদের মন মষ্তিষ্কেও দুটি বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ষণ করছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণের কথা বাদ দিয়ে যদি নিছক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ হতেই বিচার করা যায়, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার এ ধরনের বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটানো মূলতঃই ত্রুটিপূর্ণ এবং এভাবে কল্যাণকর কোন ফল লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই সংমিশ্রণ আরো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ হলো, প্রথমত শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের সংমিশ্রণই ঠিক নয়। উপরন্তু আরো ক্ষতিকর দিক হলো এই সংমিশ্রণও অনুপাত ঠিক রেখে করা হয় নি। এতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাদানকে অত্যন্ত শক্তিশালী করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার উপাদানকে অত্যন্ত দুর্বল করা হয়েছে। পাশ্চাত্য উপাদানটির পয়লা সুবিধা হলো তা এমন একটি যুগোপযোগী উপাদান যার পেছনে রয়েছে যুগের গতিধারার আনুকুল্য আর যাকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী একটি শক্তিশালী সভ্যতা। অধিকন্তু তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী করে গ্রহণ করা হয়েছে; যতটা পাশ্চাত্য কালচারের লালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়

সমূহে আছে এবং থাকা দরকার। এখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে যে, পাশ্চাত্যের আদর্শ ও মতবাদসমূহ সরলমনা মুসলমান ছেলেদের মানসপটে দৃঢ় বিশ্বাস রূপে ক্ষোদিত হয়ে যায় এবং তাদের মানসিকতা পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়ে ওঠে।

তখন তারা পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে শুরু করে এবং পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে সবকিছু চিন্তা করে। তাদের মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, দুনিয়াতে যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে তা অবশ্যই পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এরপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যত যেসব শিক্ষা দেয়া হয় তা তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধিকে আরো শক্তিশালী করে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, আদব-লেহাজ, চলন-বলন, খেলা-ধূলা মোটকথা এমন কিছু কি আছে যার ওপর পাশ্চাত্যপনার আধিপত্য নেই? আর এ ধরনের পরিবেশের প্রভাব ও ফলাফল যা হতে পারে এবং হয়ে থাকে তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে অক্ষম। পক্ষান্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী উপাদানকে একান্তই দুর্বল করে রাখা হয়েছে

শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন

শিক্ষাঙ্গনে ইসলামী চেতনা ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি বেশীরভাগ নির্ভর করে শিক্ষকদের জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলনের ওপর। যে শিক্ষকের নিজের মধ্যেই এ চেতনা নেই বরং সে চিন্তা ও কর্মে এর বিরোধী, এরূপ শিক্ষকের অধীনে থেকে শিক্ষার্থীর মন মগজে কি করে ইসলামী চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে? সুতরাং দর্শন কিংবা বিজ্ঞান হোক, অর্থনীতি বা আইন হোক, ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয় হোক, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জন্য কোন ব্যক্তির বিশেষজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার পাকা মুসলমান হওয়া জরুরী। বিশেষ অবস্থার কারণে যদি কোন অমুসলিম বিশেষজ্ঞ এর সাহায্য নিতেও হয় তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সাধারণ নীতি এমন হবে যাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিশেষজ্ঞ হওয়া ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য তথা ইসলামী সংস্কৃতির জন্য ধ্যান ধারণা ও কাজ কর্ম উভয় বিচারেই উপযুক্ত বিবেচিত হন।

আরবী মুসলিম সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রতীক ভাষা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় আরবীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইসলামের মূল উৎসের সাথে যোগাযোগের জন্য এটাই একমাত্র মাধ্যম। মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী যতদিন পর্যন্ত কোন মাধ্যম ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তারা ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারবে না। তাদের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ ও সম্ভব হবে না। সুতরাং সব সময়ই তাদেরকে অনুবাদক ও টীকাকারদের উপর নির্ভর করতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্র সমাজের অবক্ষয় রোধে ওস্তাদ এবং শিক্ষাঙ্গন উভয়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের শিক্ষাঙ্গন এর পরিবেশ এমন হতে হবে যেখানে ওস্তাদ তার অর্জনকৃত জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সহজে বিতরণ করতে পারবেন। ইসলামিক ধ্যান ধারণা সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষাঙ্গনকে সঠিক ইলম অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। ছাত্র সমাজকে বুঝাতে হবে যে দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, আখিরাতের জীবন এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে মুক্ত রেখে ইসলামিক বিধান অনুযায়ী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা করে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। মেয়েরা সঠিকভাবে পর্দা পালন করে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। পাশাপাশি ওস্তাদ ও ছাত্র এর মধ্যে যেন যথার্থ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যেখানে একজন ছাত্র নির্ভয় তার ওস্তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111390568/